মানবাধিকার সংগ্রামী ও বিশিষ্ট সমাজসেবী

বিপ্লব হালিম-এর

৭৬তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

বিপ্লব হালিম স্মারক বক্তৃতা এবং সম্মান প্রদান

(৬ষ্ঠ বর্ষ)

মুখবন্ধ

বিপ্লব হালিম স্মারক বক্তৃতা এবার ছয় বছরে পা দিল। বিগত পাঁচ বছরে এই স্মারক বক্তৃতার মধ্য দিয়ে আমরা জনপরিসরে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্র প্রসারিত করতে চেষ্টা করেছি। আমাদের এবারের স্মারক বক্তৃতাও তার ব্যতিক্রম নয়। এবারের বিষয় - স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে স্বেচ্ছাকর্ম এবং তার ভবিষ্যৎ। দেশ আজ স্বাধীনতার ৭৬ বছর পরে যে সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, সেই অনুষঙ্গে আলোচ্য বিষয়টির তাৎপর্য গভীর।

দেশ স্বাধীন করার আন্দোলনে যেমন ছিল বহু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবকদের ভূমিকা, তেমনি স্বাধীনতার পরে দেশকে উন্নয়নের দিশা দেখাতে ও নিঃস্বার্থভাবে দেশের মানুষের পাশে থেকে দেশ গড়ে তুলতে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী মানুষজন ছিলেন সামনের সারিতে। অবিভক্ত বাংলা হোক বা স্বাধীন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, স্বেচ্ছাসেবার প্রসার ও অবদানে এখানকার মানুষের চিরকাল রয়েছে অগ্রণী ভূমিকা।

বিপ্লব হালিম মনে প্রাণে ছিলেন একজন সমাজসেবী; আজীবন নিরলস ভাবে মানুষের কল্যাণে, মানুষের মাঝে তিনি কাজ করে গেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ইমসের ৫০ বছর পূর্ণ হলো। তিনি যে সমাজচিন্তা তথা মানবতার আদর্শ নিজের কাজে ও কথায় প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন তা আজও বহু মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। বিপ্লব হালিমেরও ৭৬তম জন্মদিবসে, আমরা সেই সব কর্মবীরদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি, যারা অর্থ, যশ, প্রতিপত্তির প্রত্যাশা না করে, কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মানবধর্মের দ্বারা চালিত হয়ে, দেশের ও দশের সেবায় সারাজীবন নিয়োজিত থেকেছেন। এঁদের কর্মকান্ড ছিল বহুমুখী,

পন্থাও ছিল বিবিধ, কিন্তু লক্ষ্য ছিল এক - মানুষের কল্যাণ, মানুষের ক্ষমতায়ন, দেশ গঠন।

স্বাধীনতার ৭৬ বছরে আমাদের অর্জন অনেক, সে আর্থসামাজিক হোক বা বিজ্ঞান প্রযুক্তিগত। কিন্তু তার পাশাপাশি দেশে এখনো রয়েছে দারিদ্র্য, বৈষম্য, বঞ্চনা। এখনো আমাদের অনেক পথ হাঁটতে হবে এমন এক সমাজ গঠনের স্বপ্ন পূরণ করতে, যে সমাজের মূলমন্ত্র হবে সাম্য, মৈত্রী, একতা ও প্রগতি।

সেই জয়যাত্রায় আজকের দিনের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির সদর্থক ভূমিকা, তাদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী ইত্যাদি নিয়ে আলোচনার এখনই সময়।

এবারের বিপ্লব হালিম স্মারক বক্তৃতা প্রদান করবেন শ্রী অজিত কুমার পতি মহাশয়, যিনি একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও অতি সুপরিচিত স্বেচ্ছাকর্মী। এছাড়াও প্রতিবারের মতন, তিনজন সমাজসেবীর হাতে আমরা তুলে দেব বিপ্লব হালিম স্মারক সম্মান।

এই অনুষ্ঠানে আগত সমস্ত মাননীয় অতিথিবৃন্দদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। ধন্যবাদ জানাই আমাদের সকল সহকর্মীদের যাদের স্বেচ্ছাশ্রমে ও আন্তরিক ভালোবাসায় বিপ্লব হালিম ষষ্ঠ স্মারক বক্তৃতা ও সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়েছে।

বিপ্লব হালিম মেমোরিয়াল কমিটি ও ইনস্টিটিউট ফর মোটিভেটিং সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট বা ইমসের পক্ষ থেকে আমি বিপ্লব হালিম স্মারক বক্তৃতা ও সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান ২০২৩-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

উজ্জয়িনী হালিম

(উজ্জয়িনী হালিম)
নিবাহী পরিচালক, ইমসে

ইমসের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে

শ্রীমতি লিলি হালিম
(চেয়ারপার্সন, ইমসে)

এই বছরটি ইমসে সংগঠনের জন্য এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রত্যন্ত মানুষের সার্বিক উন্নতির স্বার্থে যে ইমসে এতদিন নিরলস কাজ করে এসেছে তা পঞ্চাশ বছরে পদার্পণ করল। ইমসের প্রতিষ্ঠা এবং সমাজসেবামূলক কাজের কথা আলোচনা করতে হলে সর্বপ্রথমে মনে আসে ইমসের প্রতিষ্ঠাতা বিপ্লব হালিমের কথা। ছোটবেলা থেকেই বামপন্থী আদর্শে আদর্শায়িত বিপ্লব হালিম সার্বিক ভাবে গ্রামোন্নয়ন এবং প্রত্যন্ত গরীব মেহনতি মানুষের অধিকার রক্ষার দাবিতে গড়ে তোলেন ইমসে। শুরু থেকেই ইমসের মূল আদর্শ ছিল সাম্য, মৈত্রী, ঐক্য এবং ধর্মনিরপেক্ষতা। এই আদর্শেই অগ্রসর হয়েছে ইমসে। প্রথমে কলকাতা এবং তারপর ক্রমান্বয়ে বীরভূমের লাভপুর, বল্লভপুর, বর্ধমানের অগ্রদ্বীপ, মালঞ্চা কৃষ্ণকুঞ্জ সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এবং উড়িষ্যা ও ঝাড়খন্ডে তার কর্মপরিধি বিস্তৃত হয়। এই সুদীর্ঘ সময়ে বিভিন্ন সমাজসেবী মানুষের যোগদানে সমৃদ্ধ হয় ইমসে। দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়ে কর্মকান্ড। ইমসের পঞ্চাশ বছরে আমি সর্বতোভাবে স্মরণ করছি এর জন্মদাতা বিপ্লবকে। তার সাথে স্মরণ করছি সংগঠনের সাথে জড়িত কর্মীদের, যারা প্রয়াত হয়েছেন কালের নিয়মে। আশা করছি ভবিষ্যতে ইমসে আরও সফল হবে। বিপ্লব হালিমের আদর্শ থেকে এতটুকুও বিচ্যুত না হয়ে ইমসের সকল কর্মীদের মিলিত প্রয়াসে সাফল্যের শীর্ষে আরোহণ করুক ইমসে। আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।

****

বিপ্লব হালিম স্মারক বক্তৃতা

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে স্বেচ্ছাকর্ম এবং তার ভবিষ্যৎ

অজিত কুমার পতি

অজিত কুমার পতি: জন্ম ৬ই মে, ১৯৪৬ সালে। পুরুলিয়া জেলার রখেডা গ্রামে। বিশ্বভারতী থেকে সমাজ বিজ্ঞানে স্নাতক। সমাজকর্মে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

কর্মজীবনের শুরু সি.এম.ডি.এ.-তে। পরে অধ্যাপনার কাজে যুক্ত হন I.I.S.W.B.M-এ। শেষ কর্মস্থান নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ। কর্মজীবনে জার্মানীর রেডে-তে একমাস মেয়াদী এবং মালয়েশিয়ার কুয়ালামপুরে পনেরো দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ইগনু, বিশ্বভারতী এবং বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। চন্ডীগড়ে কমনওয়েলথ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেও অতিথি অধ্যাপক হিসাবে যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। একটি বেসরকারী সংগঠনের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। Lutheran World Service-এর Trustee Board-এর সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

২০০৬-এ কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। এখন, লেখালেখি নিয়ে সময় কাটে। বেশ কিছু বই এবং পত্রিকায় শতাধিক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। আরো কিছু প্রকাশের অপেক্ষায়।

সমাজের নির্দিষ্ট কিছু কারণের প্রেক্ষিতে অবৈতনিক ভাবে প্রয়োজনীয় সেবা এবং সময় দানকেই স্বেচ্ছাকর্ম বলে আমরা অভিহিত করে থাকি। স্বেচ্ছাকর্মের অভিধানগত অর্থ হল অপরের কল্যাণার্থে নিজের শরীর এবং মস্তিষ্কের ব্যবহার। স্বেচ্ছাকর্ম হল অন্তরের উৎসস্থল থেকে উঠে আসা বা জেগে উঠা সেবাবৃত্তির ফলিত রূপ। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হল সমাজে দীর্ঘদিন ধরে ধ্বজা উড়ানো সমস্যার মূলে আঘাত করে মানুষের পুঞ্জীভূত বেদনা আর বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে সামাজিক পরিবেশকে সদর্থক পরিবর্তনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। কিছু কিছু ব্যতিক্রমী মানুষ স্বেচ্ছাকর্ম প্রবৃত্তির তাড়নায় নিজের সমস্ত উদ্যম ব্যয় করেন অন্যের কল্যাণ কামনায়। তাঁদের কাছে নানান

সমস্যায় জর্জরিত মানুষেরাই ধ্যানজ্ঞান। কোন পৃষ্ঠপোষকতার প্রত্যাশা না করেই তাঁরা নিজেদের যুক্ত করে ফেলেন নিপীড়িত মানুষের যন্ত্রণার উপশম ঘটানোর কাজে।

স্বেচ্ছাকর্ম খুব সহজ সরল কাজ নয়। এই ব্রতে ব্রতী মানুষেরা নিয়ত নানান ধরণের সমস্যার মুখোমুখি হন। নির্মোহ স্বেচ্ছাকর্মীরা চালিকা শক্তি হিসাবে পান অন্তরে জ্বলতে থাকা ইচ্ছার হোমাগ্নিকে। ফলে তাঁরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিপ্লব ঘটিয়ে চলেন। সেই সব নীরব বিপ্লবের সাক্ষী হয়ে থাকেন তাঁরা যাদের জীবনে পরিবর্তনের মৃদুমন্দ ঢেউ তুলে যায়। সংশ্লিষ্ট মানুষের অংশভাগীতাকে সম্বল করে স্বেচ্ছাকর্মীদের পথ চলা।

উন্নয়নের তাৎপর্য বুঝে এবং বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে প্রয়োজনীয় সংযুক্তি সাধনে গুরুত্ব দিয়ে তাঁরা কাজ করে চলেন মহতী এক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। সমষ্টির মধ্যে সংহতি স্থাপনেও গুরুত্ব দিয়ে চলেন তাঁরা। শোষণ, নির্যাতনের চিরাচরিত প্রথাকে সাধ্যমত রোধ করার চেষ্টায় নিজেদের জড়িয়ে রাখায় তৃপ্তি পাওয়া স্বেচ্ছাকর্মীরা একদিকে যেমন সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা পালন করেন, তেমনি সমস্যার জঞ্জাল সরাতে সরাতে নিজেও শিক্ষিত হন। স্বেচ্ছাকর্ম একজন স্বেচ্ছাকর্মীর কাছে জীবনভর শিক্ষা গ্রহণের এক সুযোগও। এ কাজে যুক্ত থাকার সুবাদে তাঁদের সঠিক ভাবনার বিকাশ, সদিচ্ছা, চ্যালেঞ্জ নেওয়ার ক্ষমতায় ক্রমাগত সদর্থক পরিবর্তন আসে। তাঁকে আরও উদ্যমী এবং গতিশীল করে।

এ দেশের সর্বপ্রান্তে স্বেচ্ছাকর্মের ইতিহাস রয়েছে। স্বেচ্ছাকর্মীর সংখ্যা অনেক না হলেও নিতান্ত নগন্যও নয়। এই বঙ্গদেশও এক্ষেত্রে তেমন একটা পিছিয়ে ছিল না। স্বাধীনতা পরবর্তী কালে এই ধারা অব্যাহতই রয়েছে। তবে এক একটি দশকে তার চেহারা হয়েছে একেক রকম। গত কয়েক দশকের স্বেচ্ছাকর্মের স্বরূপ বুঝতে এই বঙ্গের কয়েকজন বিশিষ্ট স্বেচ্ছাকর্মীর জীবন এবং কর্মের ইতিহাসে আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে।

প্রথমেই শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করব অমল গাঙ্গুলীর নাম। কলেজী শিক্ষা শেষ করে হাওড়ার বাগনান অঞ্চলের এক উচ্চ বিদ্যালয়ে যুক্ত হয়েছিলেন ইংরেজির শিক্ষক হিসাবে। জীবনের সেই স্তরেই তাঁর ধ্যানজ্ঞান হয়ে উঠল ভূমিহীন, দরিদ্র, সামাজিকভাবে অচ্ছুৎ, নিরক্ষর, অস্বাস্থ্য-অপুষ্টি-চেতনা দুর্বল

মানুষেরা। সেই সব মানুষকে তিনি অসহায়ত্ব এবং অগৌরবের জীবন থেকে মুক্তি দিতে তৎপর হয়ে উঠলেন। ভাবলেন বামপন্থী রাজনৈতিক মঞ্চের মাধ্যমেই এ লড়াইয়ে সাফল্য প্রাপ্তি ঘটবে। সেই লক্ষ্যেই পরপর দু'বার বিধানসভা নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিজয়ী হলেন। কিন্তু দ্বিতীয়বারের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তাঁর মনে হল রাজনৈতিক মঞ্চকে ব্যবহার করে নয়, স্বেচ্ছাকর্মী হিসাবে কাজ করাই শ্রেয়। অতঃপর দলের সদস্যপদ এবং সেই সঙ্গে বিধায়ক পদ ত্যাগ করলেন।

এসে দাঁড়ালেন বাগনানের এক শ্মশানভূমিতে। ছোট এক কুটিরে রাত্রি যাপন। আর দিনগুলো কেটে যায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে। শিক্ষকতা ছেড়ে দেওয়ায় এবং অকৃতদার থাকায় গ্রামকাজে অখণ্ড অবসর তাঁর। সমস্ত সময়টাই নিয়োজিত হল স্বেচ্ছাকর্মে। সেই শ্মশানভূমিতেই গড়ে তুললেন 'আনন্দ নিকেতন'। রবীন্দ্রনাথের গ্রামকাজের আদর্শকে সামনে রেখে তিনি পথ চলতে লাগলেন। সঙ্কল্পবদ্ধ মন নিয়ে বেশ কয়েকটি দশক তিনি যুক্ত থেকেছেন সেই কাজে। সীমাহীন বাধাবিপত্তি সমস্যা তৈরী করেছে নিরন্তর। কিন্তু সমস্ত বাধাবিপত্তিকেই নতমস্তক হতে হয়েছে তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টা এবং দৃঢ়চেতা মনোভাবের কাছে। একজন সহায় সম্বলহীন মানুষ যাঁর তিনবেলা খাবারের সংস্থান হওয়াই ছিল অস্বাভাবিক ঘটনা, তিনি শুধুমাত্র নিজের জীবনদর্শন আর ঐকান্তিক ইচ্ছাকে সম্বল করে মানুষের কল্যাণে নিবেদিত থাকলেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। ফলে 'আনন্দ নিকেতন' এখন এ রাজ্যের অন্যতম প্রধান উন্নয়নধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তার কর্মবৈচিত্র এবং কর্ম-এলাকার বিস্তার লক্ষ্যণীয়।

স্বেচ্ছাকর্মী অমলদা আর ইহজগতের বাসিন্দা নন। কঙ্কালসার সেই শরীর একদিন জবাব দিল। কিন্তু তাঁর সাধনার ধন, এক স্বপ্নদর্শীর দেখা স্বপ্নের ফলিত রূপ এবং এক সংগ্রামী জীবনের ঘাম ঝরানো ফসল আজও ধ্বজা উড়িয়ে চলেছে। স্বেচ্ছাকর্মের এমন উদাহরণ অবশ্যই বিরল। তাঁর লেখা 'সমাজ ভাবনা' বইগুলিও (তিন খন্ড) তাঁর জীবনদর্শন এবং কর্মধারা সম্পর্কে ধারণা পেতে সাহায্য করে। এই বইগুলিও স্বেচ্ছাকর্মী অমলদার জাত চেনায়।

তুষার কাঞ্জিলাল আর এক স্বনামধন্য স্বেচ্ছাকর্মীর নাম। শিক্ষকতা ছিল

তাঁর পেশা। বিদ্যালয়টি সুন্দরবনের রাঙাবেলিয়ায়। যতদূর জানি তাঁর স্ত্রীও ছিলেন ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় একটি মাটির বাড়ীতে তাঁরা বসবাস করতেন। দিনের অনেকটা সময় কেটে যেত বিদ্যালয়ের কাজে। বাকী সময়টাও কোন সৃষ্টিশীল কাজে যুক্ত থাকার বাসনা জাগল তুষারদার। সেকালের সুন্দরবনের মানুষের আর্থ-সামাজিক এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টিগত অবস্থান ছিল বেদনাদায়ক। সাধারণ চেতনার স্তরও ছিল আক্ষরিক অর্থেই নিম্নমানের।

তুষারদাকে নিত্য বিদ্ধ করত এলাকাবাসীর সেই জীবনযন্ত্রণা। তাই ঐ অঞ্চলের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কাজে তিনি ব্রতী হলেন। সেখানকার গ্রামগুলিতে সমীক্ষা চালিয়ে সমস্যার বহর এবং গভীরতা সম্পর্কে প্রকৃত ধারণার অধিকারী হলেন। সমষ্টি সম্পদ সম্পর্কেও অবহিত হলেন সঠিক পদ্ধতির সাহায্যে। তারপর তাদের সমস্যা মোচনের কাজে হাত লাগালেন। শুরু হল এক কর্মযজ্ঞ। বছরের পর বছর স্বেচ্ছাকর্মের এক অনন্য নজির রেখে সেই অঞ্চলের মানুষের জীবনে সদর্থক পরিবর্তনের ঢেউ তুলে দিলেন। অচিরেই তিনি পরিচিত হয়ে উঠলেন এক অনন্য উন্নয়নকর্মী হিসাবে।

বিধিমত এক সময় তাঁকে শিক্ষকতা থেকে অবসর নিতে হয়েছে। কিন্তু তাতেও রাঙাবেলিয়ার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে ইতি পড়েনি। সেখানকার মানুষের সঙ্গে তাঁর নাড়ির টান রয়েই গেল। সেই সঙ্গে কাজের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হল রাজ্যের অন্যত্র। 'টেগোর সোসাইটি'র ব্যানারে আরো বিস্তৃত পরিসরে কাজে জড়িয়ে পড়লেন।

এসব কাজের আনন্দ উপভোগ করার ফাঁকেই ধীরে ধীরে বার্দ্ধক্যে পৌঁছে শরীর অপটু হল। তবুও স্বেচ্ছাকর্মে ছেদ পড়ল না। জীবনের অন্তিম লগ্ন পর্যন্ত সাধ্যানুসারে সে কাজে ব্রতী থেকেছেন। সেই স্বেচ্ছাকর্মের স্বীকৃতি হিসাবে রাষ্ট্রীয় সম্মানেও ভূষিত হয়েছেন।

তুষারদা এখন অন্যলোকে। কিন্তু তাঁর স্বেচ্ছাকর্মের নিদর্শন আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। 'মাষ্টারমশায়' এখনো বহু মানুষের মনে বিরাজমান তার স্বেচ্ছাসেবার জন্য।

বিগত পঁচাত্তর বছর সময়কালের মধ্যে স্বেচ্ছাকর্মের রূপ বুঝতে এবার

স্মরণ করব ডাঃ সমীর নারায়ণ চৌধুরীকে। ঝকঝকে এক তরুন ডাক্তার তাঁর জমে ওঠা পেশা ছেড়ে দিয়ে নিজেকে নিয়োজিত করলেন স্বেচ্ছাকর্মে। কাদের কথা ভেবে? সেই সব শিশুদের যারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং শৈশবের অন্যান্য চাহিদাগুলি মেটানোর সুযোগ থেকে বঞ্চিত তেমন শিশুদের কথা ভেবে। উত্তর কলকাতা থেকে তিনি চলে এলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার পৈলান অঞ্চলে। অসাধারণ কর্মদ্যোগী, পরিশ্রমী, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এবং সুবক্তা এই মানুষটির ঐকান্তিক চেষ্টায় গড়ে উঠল একটি প্রতিষ্ঠান - Child In Need Institute সংক্ষেপে CINI.

তাঁর সেবাকর্মের ফসল হিসাবে জন্ম নেওয়া এই প্রতিষ্ঠানটি আজ এই বঙ্গের গৌরব। দেশের অন্যান্য প্রান্তে, এমনকি আন্তর্জাতিক স্তরেও এখন তার ব্যাপক পরিচিতি। কর্মধারার বৈচিত্র এবং কর্ম এলাকার ব্যাপকত্ব এই প্রতিষ্ঠান এবং তার স্রষ্টাকে মহিমান্বিত করেছে।

এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার মানুষের, বিশেষত: শিশুদের সার্বিক কল্যাণসাধনে দীর্ঘদিন ঘাম ঝরিয়েছেন ডাঃ চৌধুরী। আজও ঝরিয়ে চলেছেন অক্লান্তভাবে। চিরতরুন ডাক্তারবাবু থামতে শেখেননি। তাই তাঁর বিজয়রথের থামবার লক্ষণ নেই। নিজের লক্ষ্য পূরণের তাগিদে তিনি সারাটা জীবন স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে যাচ্ছেন।

অঙ্কের হিসাবে তিনি এখন যথেষ্টই প্রবীণ। কিন্তু স্বেচ্ছাশ্রমই যাঁর জীবনসঙ্গী তাঁকে বয়স থাবা বসাবে কেমন করে? তাই আজও তিনি অতি সক্রিয় এক পুরোধা স্বেচ্ছাকর্মী হিসাবে উন্নয়নের অঙ্গনে অবাধে বিচরণ করে চলেছেন। সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই কামনা করবে তাঁর এই বিচরণ চলতে থাক আগামী অনেকগুলো বছর জুড়ে। তাঁকে দেখে আজকের তরুন সমাজ উদ্বুদ্ধ হোক।

এবং বন্ধুবর বিপ্লব হালিম। এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারী বুদ্ধিদীপ্ত বিপ্লববাবু তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করে কোন শিক্ষাঙ্গনে অনায়াস বিচরণ করতে পারতেন। কিন্তু তেমনটা হলো না। তিনি জীবনটাকে এত ছোট গন্ডীর মধ্যে বেঁধে রাখার শিক্ষা পাননি। তাই সেই তরুন বয়সেই বিপ্লববাবু তাঁর পরিধিটাকে ব্যাপ্ত করে ফেলেছিলেন দরিদ্র, অসহায়, নিরক্ষর, অসচেতন,

নির্যাতিত এবং জাত-পাত-ধর্মের ভিত্তিতে অচ্ছুৎ হয়ে থাকা মানুষগুলির বিস্তৃত অঙ্গনে। স্বেচ্ছাকর্মীর দৃঢ়তা এবং বলিষ্ঠতা নিয়ে।

তাঁর সেই বিচরণের পথ ছিল পদে পদে কন্টকময়। তাঁর পুরনো সহকর্মী এবং শুভানুধ্যায়ীরা তা জানেন। কিন্তু তিনি তাঁর উজ্জ্বল দুই চোখে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, বুকভরা সাহসকে অবলম্বন করে সেই স্বপ্ন পূরণের পথে হেঁটেছেন সব বাধাকে হেলায় পিছনে ঠেলে। নিজের প্রতিষ্ঠা নয়, অজস্র অসহায় মানুষকে বাঁচার অর্থ শেখানোর কাজে আন্তরিকভাবে যুক্ত হয়ে পড়লেন। সেই কর্মপথে সমস্ত বাধাকে হেলায় পিছনে ঠেলে লক্ষ্যে পৌঁছনোর লড়াই করে গেছেন আমৃত্যু।

এভাবে স্বেচ্ছাকর্মের এক জ্বলন্ত নজির রেখে গেছেন অক্লান্তভাবে। স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে এক স্বেচ্ছাকর্মীর অকুতোভয় সেই সংগ্রাম ইতিহাস হয়ে থাকবে উন্নয়নকর্মী এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে। নিজের সেবাকর্মের ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে একটা মঞ্চ দরকার সেটা বুঝতে তাঁর মত বুদ্ধিদীপ্ত মানুষের দেরী হওয়ার কথা নয়। অতঃপর সেই মঞ্চ গড়ার কাজে নেমে পড়লেন। যার ফলশ্রুতি সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে ইমসে (IMSE) নামক প্রতিষ্ঠানটির জন্ম বিপ্লব বাবুর হাত ধরে। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এই সেবাকর্মীর তৈরী প্রতিষ্ঠানটি আজ শুধু বীরভূম বা পশ্চিমবঙ্গ নয়, উড়িষ্যা এবং ঝাড়খন্ডেও কর্মবিস্তৃতি ঘটিয়েছে। এখানেই না থেমে তিনি আরো কয়েকটি শুভ উদ্যোগ নিয়েছিলেন যেমন Election Watch এবং এ রাজ্যের বেসরকারী সংগঠনগুলিকে একত্রিত করে একটি মঞ্চ তৈরী করা। এই দুই উদ্যোগের ক্ষেত্রেও তিনিই ছিলেন প্রধান পুরোহিত।

সম্ভবতঃ সেই অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্যই অত্যন্ত সুস্বাস্থ্যের অধিকারী বিপ্লববাবু ক্রমশঃ অসুস্থ হতে থাকলেন। তিনি বয়সে আমার চাইতে বছর দেড়েকের ছোট ছিলেন। কিন্তু এই অনুজ অবস্থান শুধুমাত্র বয়সের বিচারে। কর্মজগতে তিনি ছিলেন অনেক এগিয়ে থাকা অগ্রজ এক সৈনিক। 'ছিলেন' শব্দটি ব্যবহার করতে গিয়ে মনের মধ্যে পীড়াবোধের জন্ম হচ্ছে। এরকম মানুষের জীবন বোধহয় আরও দীর্ঘায়িত হওয়া উচিত ছিল। তবু এটি বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে যে, তিনি পার্থিব শরীরে আর নেই সেই রূঢ় সত্যের

পাশাপাশি এও তো সত্য যে তাঁর কাজের ভিতর দিয়ে তিনি আজও সসম্মানে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন লক্ষ মানুষের হৃদয়ে।

অতঃপর শেষ কিছু কথা স্বেচ্ছাকর্মের এই ধারার ভবিষ্যৎ নিয়ে। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সমাজের শ্রীবৃদ্ধির জন্য আত্মোৎসর্গ করার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা অবশ্যই এক বড় চ্যালেঞ্জ। এই ভোগপ্রবণতার যুগে সেই মানসিকতা কি ক্রমশঃ শ্মশানযাত্রী হচ্ছে না? নচিকেতা ভরদ্বাজের 'দাঁড়াব কোথায়' কবিতার একটি অংশ এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় তা উল্লেখ করে বিষয়টি সম্পর্কে আলোকপাত করতে চাই। তিনি লিখছেন ঃ

"পা'র নীচে ভূমি নেই। তা হলে যে দাঁড়াব কোথায়?
কার কাছে যাব? কাকে বলব হৃদয়ের কথা?
এর চেয়ে ঢের ভাল ছিল বুঝি পর্বতে গুহায়
আদিম অরণ্য দিন। এই সব নিপুণ প্রচ্ছন্ন হিংস্রতা,
মিথ্যাচার, এই ক্লান্ত অসহায় 'নাস্তি'র সর্বগ্রাসী ঋণ
সেখানে ছিল না। এই প্রাতিস্বিক চেতনার নগ্ন রাত্রিদিন
জ্বালাতো না এত তীব্র। অস্মিতার দূরত্ব অক্ষম স্পর্ধায়
এমন দারুন হয়ে দেখা দিয়ে সমস্ত আকাশ বাতাস
পোড়াতো না। সমর্পণ, নম্রতা ছিল। মুখোমুখি সোজাসুজি সব।
যন্ত্রণাও সহজিয়া। মুখোশের নৈপুণ্য কোথাও ছিল না।
অন্তর্মুখী এত জ্বালা, অন্তহীন বাধা নিষেধের
দুরূহ দুর্লভ্য বাধা ঘরে বাইরে করেনি রচনা
মানুষে মানুষে এত অসহায় দূরত্বের নির্মম পরাভব,
এত ব্যাপ্ত সর্বরিক্ত ব্যবধান।"

কবিতার মোড়কে এ এক আর্তনাদ। কিন্তু অসঙ্গত নয় বোধহয়। সারা দেশ জুড়ে আজ এরকমই এক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এমন এক পটভূমিতে স্বেচ্ছাকর্মী তৈরী হবে কি? আমরা এখন একটা Global Village -এ বাস করছি, Regional boundaries-গুলো ক্রমশঃ ভেঙে পড়ছে। শিল্পায়ন এবং নগরায়নের প্রভাব আমাদের গ্রাস করে চলেছে। বর্তমানে যুবসমাজ মুঠিফোনের নেশায় বুঁদ হয়ে পড়েছে। এটি অবশ্যই স্বেচ্ছাকর্মী তৈরী হওয়ার উপযুক্ত পরিবেশ নয়। এই নির্মম সত্যটি স্বীকার করে নেওয়া ভাল যে আজকের

যুবসমাজ সাধারণভাবে স্বেচ্ছাকর্মে আগ্রহ হারিয়েছে। মূল্যবোধের পাঠ দেওয়ার প্রক্রিয়াটি মৃতব্যয় হয়ে পড়ার কুফল এটি।

তবু কিছু কিছু ব্যতিক্রমী যুবক-যুবতী নিজের সাধ্যমত এ কাজে যুক্ত হচ্ছেন। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত এদেশের মানুষেরও অধিকার আছে -

- স্বাধীনতা এবং সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার।
- দরিদ্র এবং অসহায়তা থেকে মুক্তি পাবার।
- সম্ভাবনা বিকাশের।

এগুলোকে প্রাপ্তিযোগ্য করার লড়াইয়ে অন্যতম কুশীলব স্বেচ্ছাকর্মীরা। আমরা হয়ত সবাই অনুভব করি যে পরিস্থিতি প্রতিকূল হলেও স্বেচ্ছাকর্মের ধারা যে জীবন্ত থাকবে সেই আশার আলোর বিচ্ছুরণ একেবারে চোখে পড়ে না এমনটা নয়। না হলে উজ্জয়িনীর মত এক তরুণী জার্মানীতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেও স্বেচ্ছাকর্মেই যুক্ত হয়ে পড়ল কিভাবে? কোন কোন উচ্চপদস্থ সরকারী আমলাও অবসর গ্রহণের পর একাজে ব্রতী হয়ে পড়েছেন। রাজ্য বা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে স্বেচ্ছাকর্মে যুক্ত হচ্ছেন এরকম কিছু মানুষ, তেমনটা দেখতে বা শুনতে পাই। সেজন্যই মনে করি ছবিটা একেবারে নৈরাশ্যজনক নয়, কিছু কিছু আশার আলোর বিচ্ছুরণ দেখছি যা স্বেচ্ছাকর্মের ধারাকে সচল রাখবে এমন সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দেওয়া যায় না।

****

২০২৩-এর সম্মানিত সমাজসেবক

আতাউর সেলিম হোসেন

আতাউর সেলিম হোসেন মহাশয়, বর্তমানে DISHA (দিনহাটা ইনিসিয়েটিভ ফর সোশ্যাল অ্যান্ড হিউম্যান অ্যাডভান্সমেন্ট) নামক সংগঠনের প্রধান কর্মকর্তা। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কর্মকান্ডের সংস্পর্শে আসেন। UNDP, Action Aid, CASA, PRIA ইত্যাদি সংগঠনের সহায়তায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন, স্থানীয় প্রশাসন এবং সীমান্তে BSF-এর সহায়তায় আন্তর্জাতিক নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধের মাধ্যমে তিনি প্রথম কাজ শুরু করেন। এর পর একে একে HIV, AIDS, Sustainable, Agriculture ইত্যাদি বিষয়-এর উপর কাজের প্রসার ঘটান। বয়স্কদের শিক্ষা বিষয়েও তিনি ব্রাজিলিয়ান এডুকেশনিস্ট পাওলো ফ্রেরি নীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে reflect পদ্ধতি নিয়ে কাজ করেন। পরবর্তী কালে তিনি নানা ধরণের উন্নয়নমূলক কর্মসূচীতে জড়িয়ে পড়েন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মহিলাদের জমি ও সম্পত্তির উপর অধিকার, শিশুর শিক্ষা ও শিশুর সুরক্ষা, দিনহাটা ও সিতাই ব্লকের গ্রাম সংসদগুলিতে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় শিশু সুরক্ষা কমিটি গঠন করেন এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও স্বনির্ভর করার উদ্দেশ্যে নানা ভোকেশনাল ট্রেনিং ও শিক্ষাদান কর্মসূচীর সূচনা করেন। মানুষের জীবন জীবিকা ও খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে ২০০৮ থেকে ২০১০ সালে পশ্চিমবঙ্গ জীবন জীবিকা সুরক্ষা মঞ্চ কর্মসূচীতে সমগ্র উত্তরবঙ্গে প্রতিনিধিত্ব করেন। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে কাঁটাতার সংলগ্ন ছিটমহল এলাকা নিয়ে সক্রিয় ভাবে গবেষণামূলক রিপোর্ট তৈরি করেন। ২০১৩ ও ২০১৪ সালে অক্লান্ত পরিশ্রম করে DISHA (দিনহাটা ইনিসিয়েটিভ ফর সোশ্যাল অ্যান্ড হিউম্যান অ্যাডভান্সমেন্ট) সংগঠনটি তৈরি করেন। বর্তমানে তিনি এই সংগঠনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রকম সেবামূলক কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। বিশেষ করে শিশু শিক্ষা, শিশুর অধিকার, মহিলাদের কারিগরি শিক্ষা ও স্বনির্ভরতা, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা

সাধারণ মানুষ কিভাবে পাবে, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি সম্পর্কে সচেতনতা। পেশাগত ভাবে একজন আইনজীবী হওয়ার দরুন বর্তমানে দুঃস্থ ও প্রান্তিক নাগরিকদের বিনামূল্যে আইনি পরিসেবা দিয়ে চলেছেন। তার এই কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলায় এগিয়ে গিয়েছেন, অবিচল থেকেছেন নিজ লক্ষ্যে এবং জয় করে নিয়েছেন আপামর মানুষের ভালবাসা ও আশীর্বাদ।

****

২০২৩-এর সম্মানিত সমাজসেবিকা

আনোয়ারা বিবি

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার নামখানা ব্লকের শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পাতিদুনিয়া গ্রামের বাসিন্দা আনোয়ারা বিবি। এক দরিদ্র পরিবারের গৃহবধূ তিনি। তিনি মূলত ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী। শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই বললেই চলে। তার মধ্যেই সমাজের মহিলাদের সম্মান ও সুরক্ষার স্বার্থে তিনি কাজ করে চলেছেন। ২০০৭ সালে রেশন কেলেঙ্কারি নিয়ে মহিলাদের সংঘবদ্ধ করে প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন যা সেইসময় নামখানা ব্লকে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। একজন মহিলা সমাজকর্মী হিসেবে তাঁকে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। ২০১১ সালে সুন্দরবন জাগরণ মহিলা মহাসংঘ সদস্যপদ গ্রহণ করেন। নিজের জেলা ও রাজ্যের বাইরে বিভিন্ন রাজ্য যেমন - ঝাড়খন্ড, দার্জিলিং, নেপাল প্রভৃতি জায়গায় তিনি তাঁর কাজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে মানুষকে অবগত করেছেন। ২০১৩ সালে তিনি সুন্দরবন জাগরণ মহাসংঘের সম্পাদক হন। বর্তমানে সুন্দরবন এলাকা সহ মেদিনীপুরের বিভিন্ন এলাকাতে তিনি বধূ নির্যাতনের কাউন্সেলিং করছেন। তাতে বহু মহিলা সচেতন হচ্ছেন এবং সুষ্ঠ পারিবারিক জীবন যাপন করছেন। এর সাথে বাল্যবিবাহ, নারীপাচার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে কাজ করে চলেছেন। সমাজে নারী সুরক্ষা এবং শিক্ষা-সচেতনতার প্রসার ঘটানো তথা সার্বিক উন্নতিকল্পে তিনি কাজ করে চলেছেন।

পিছিয়ে পড়া অবহেলিত মহিলাদের আনোয়ারা বিবির এই নিঃস্বার্থ সমাজসেবা সকলকে অনুপ্রেরণা জোগাবে।

তাঁর কাজের প্রতি নিষ্ঠাকে আমরা সম্মান জানাই।

****

২০২৩-এর সম্মানিত সমাজসেবক

শ্রী সমীরণ মল্লিক

শ্রী সমীরণ মল্লিক, মাস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি সমাজসেবার কাজে যুক্ত আছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ., বি.এড পাশ করে তিনি মাদার টেরেজার সান্নিধ্যে আসেন। মাদারের অনুপ্রেরণায় মাস ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি তৈরী করেন। মাদার টেরেজা স্বয়ং এসে প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করেছিলেন। কলকাতার বিভিন্ন বস্তিতে ইউনিসেফ ও মেনোনাইট সেন্ট্রাল কমিটির সাহায্যে পথশিশু ও অসহায় দুঃস্থ মহিলাদের উন্নতির জন্য বহু প্রকল্পের কাজ করেন। সমাজসেবার লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলায় বিশেষ করে সংখ্যালঘু ও দলিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে নিরলস সেবা করে চলেছেন। বর্তমানে সুন্দরবনে গোসাবা অঞ্চলে বালিটু দ্বীপে দুঃস্থ শিশুদের জন্য দুটি স্কুল খোলা হয়েছে। সেইসঙ্গে বিধবাদের বিশেষ করে যাদের স্বামীরা বাঘের আক্রমণে নিহত হয়েছেন তাদের আর্থিক উন্নয়নে কাজ করে চলেছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগণার ধামুয়া অঞ্চলে কমিউনিটি সেন্টার গড়েছেন। মানুষের ভালোবাসা ও শুভেচ্ছার দ্বারা সমীরণ মল্লিক সমাজে দুর্বল শ্রেণীর উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন।

তাঁর নিরলস কর্মসাধনা আমাদের অনুপ্রেরণা জোগাবে।

****

২০২৩-এর সম্মানিত সমাজসেবক

শ্রী নিখিল রঞ্জন মাইতি

শ্রী নিখিল রঞ্জন মাইতি ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত কালিকাতলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮৮ সালে তিনি ইমসের কর্মীরূপে যোগদান করেন। তারপর থেকে দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর তিনি ইমসের কর্মীরূপে বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। সততা এবং পরিশ্রমকে হাতিয়ার করে তিনি বিভিন্ন সামাজিক এবং সাংগঠনিক প্রতিকূলতাকে জয় করতে সফল হয়েছিলেন। প্রত্যন্ত মানুষের সাথে নিবিড় আত্মিক যোগাযোগ রাখা এবং সবরকম অন্যায়ের প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়া এমন একজন সমাজসেবী আজকের দিনে বিরল। ২০২৩ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে তিনি পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল বাহাত্তর বছর। তাঁর মৃত্যুতে আমরা ইমসে পরিবার গভীর ভাবে শোকাহত।

তাঁর বিগত জীবনের নিরলস সমাজসেবামূলক কাজের প্রতি সম্মান জানিয়ে আজ মরণোত্তর সম্মান তুলে দেওয়া হচ্ছে।

****

প্রকাশনা: ইমসে, ১৯৫ যোধপুর পার্ক, কলকাতা - ৭০০০৬৮
ফোন: ০৩৩-২৪৭৩ ২৭৪০
ইমেল: bipimse1974@gmail.com / bipimse@hotmail.com